



117567 - যবে ব্যক্ৰ্তি এক নারীর সাথে ব্যভচারে লপিত হয়ছে, সেই মহলীর ইজ্জত রক্ষার্থে তাকে বয়িে করা কী আবশ্যক?

প্রশ্ন

আমার এক আত্মীয় এক ময়েরে সাথে ব্যভচারে লপিত হয়ছে এবং তার সতীত্ব পর্দা ছনিন করছে। এটি সেই ময়েরে সম্মতক্রমহে ঘটছে। সে ব্যক্ৰ্তি কলঙ্করে ভয়ে ময়েরে পরবীরকে বয়িে করার প্রতশ্বরুতি দয়িছে। এরপর সে তাওবা করছে এবং নজিরে কৃতকরমরে জন্য অনুতপ্ত হয়ছে। কনিতু সে ময়েটেকিে বয়িে করতে চায় না। এখন সে পরেশোনতিে আছে যবে, সেই ময়েটেকিে বয়িে করা কী তার উপর আবশ্যকীয় যাতে করে সে ময়েটেকিে পাপ মুক্ত করতে পারে; অন্যথায় আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখরিতে শাস্তি দবিনে। নাকি খালসি তাওবা করাই যথেষ্ট? উল্লেখ্য, সে তার অতীতকে ভুলে যতে চায় এবং নতুন জীবন শুরু করতে চায়।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনার আত্মীয়রে উচতি এই মহাপাপ থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করা, বেশি বেশি ইস্তগিফার করা ও অনুতপ্ত হওয়া এবং বেশি বেশি নিকে আমল করা। আশা করি আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবনে। কনেনা ব্যভচার কবরি গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। এই গুনাহরে জঘন্যতার কারণে আল্লাহ তাআলা এর শরয়ি শাস্তি আবশ্যক করছেন। শাস্তিটি হিলো বতেরাঘাত কথিবা পাথর নকিষেপে হত্যা।

কনিতু আল্লাহ তাআলার রহমত যবে, তিনি খালসি তাওবাকে পূর্বরে সকল গুনাহ মোচনকারী বানয়িছেন। আল্লাহ তাআলা বলনে: “আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যবে প্রাণকে হত্যা করা নষিধে করছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভচার করে না। যবে এসব করবে সে আযাবপ্রাপ্ত হবে। কয়িমতরে দনি তার আযাব বর্ধতি করা হবে এবং সখোনবে সে অপমানতি অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে যবে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকরম করে পরণিমে আল্লাহ তাদরে পাপগুলকে পূণ্য দ্বারা পরবির্তন করে দবনে। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা ফুরক্বান, আয়াত: ৬৮-৭০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: “আর যবে তাওবা করে, ঈমান রাখে, সৎকাজ করে অতঃপর সঠিক পথে অটল থাকে, তার প্রতী আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল।[সূরা ত্বহা, আয়াত: ৮২]



ব্যভিচারকারী যার সাথে ব্যভিচার করছে তাকে বয়ি করা তার উপর আবশ্যিক নয়। এটি তার তাওবার জন্য শরতও নয়। কনিতু যদি তারা উভয়ে তাওবা করে এবং উভয়ে ববাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে এতে কোন অসুবিধা নাই।

এ জন্য আপনার আত্মীয়ের উচিত সইে ময়েরে অবস্থা ও তার পরবিাররে অবস্থা পর্যবক্ষেণ করা। যদি দখে যে, তার জন্য উপযুক্ত এবং জানে যে, সইে ময়ে তাওবা করছে ও দ্বীনরে উপর স্থরি হয়ছে তাহলে সে আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তখারা করার পর সইে ময়েকে বয়ি করতে পারে। এটি সইে ময়েরে প্রতিনিগুগ্রহ এবং আপনার আত্মীয় সইে ময়েরে প্রতিনিগুগ্রহ করার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। কনেনা যদি সইে ময়ে খারাপ কিছু করে থাকে ও গুনাহ করে থাকে তাহলে সেও তো এক্ষেত্রে তার সাথে সবকছুতে অংশীদার ছিলি। হতে পারে সইেই এই গুনাহর দকে ময়েটেকে আহ্বান করছে ও ফুসলয়িছে। তাই তার উচিত সইে ময়েরে সাথে এর কিছুটা বহন করা; যাতে তারা উভয়ে অংশীদার ছিলি। বরং সে যদি তার সাথে অংশীদার নাও থাকত, তারপরও যদি জানতে পারে যে, ময়েটে তাওবা করছে এবং তার তাওবাতে সে বিশ্বস্ত এবং সে যদি এই ময়েকে বয়ি করে তার ইজ্জত রক্ষা করতে চায় তাহলে সটোও একটি মহৎ উদ্দেশ্য; যার জন্য ব্যক্তি সওয়াব পাবনে; ইনশাআল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “একজন মুসলমি অপর মুসলমিরে ভাই। সে তার প্রতিনিগুগ্রহ জুলুম করবে না। তাকে (জুলুমরে মধ্যযে) ছড়ে দবিবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবনে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমিরে দুঃশ্চিন্তা দূর করবে আল্লাহ কয়ামতরে দনি তার দুঃশ্চিন্তা দূর করবনে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমিরে দোষ ঢকে রাখবে আল্লাহ কয়ামতরে দনি তার দোষ ঢকে রাখবনে।” [সহহি বুখারী (২৪৪২) ও সহহি মুসলমি (২৫৮০)]

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে, হাদসিরে বাণী: “তাকে ছড়ে দবিবে না” এর মানে তাকে এমন ব্যক্তির সাথে রেখে যাবে না যে তাকে নরিযাতন করবে কথিবা এমন কছির মধ্যযে রেখে যাবে না যাতে সে কষ্ট পাবে। বরং তাকে সাহায্য করবে এবং তার পক্ষে প্রতিনিগুগ্রহ করবে। এটি জুলুম বর্জন করার চেয়েও অধিক বিশিযয়তি। এটি পরিস্থিতি অনুপাতে কখনও ওয়াজবি, কখনও মুস্তাহাব হতে পারে।

হাদসিরে বাণী: “যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে”: আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদসিে এসছে: “বান্দা যতক্ষেণ তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে ততক্ষেণ আল্লাহর তার সাহায্য থাকনে।” [সহহি মুসলমি]

হাদসিরে বাণী: “যে ব্যক্তি কোন মুসলমিরে দুঃশ্চিন্তা দূর করে”: অর্থাৎ দুর্ভাবনা যা মানুষের মনকে আক্রান্ত করে। [ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত]

যদি কোন নারী ব্যভিচার থেকে তাওবা করনে তাহলে যে ছলে তাকে বয়িরে প্রস্তাব দতিে এগয়ি আসে তাকে তার সতীচ্ছদ সম্পর্কে জানানো আবশ্যকীয় নয়; এমনকি যদি তাকে জিজ্ঞাসে করে তবুও নয়। কনেনা সে নজিরে দোষ ঢকে রাখতে আদষ্টি। সতীচ্ছদ কেবল ব্যভিচারের মাধ্যমে অপসারতি হয় না। বরং অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, লাফ দয়ো ইত্যাদির মাধ্যমেও



অপসারতি হতে পারে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।